

আদেশনং-
তারিখ-৩০/০৪/২৪

অদ্য ধার্য তারিখ নহে। বাদীপক্ষ নথি উপস্থাপনের দরখাস্ত দাখিল করিয়া ১৯/০২/২০২৪

ইং তারিখের দাখিলীয় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত শুনানীর জন্য নিবেদন করেন।

প্রার্থীতমতে নথি উপস্থাপনের দরখাস্ত মঞ্জুর করা হলো।

বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি উক্ত দরখাস্ত সীন করেন এবং শুনানীকালে তাকে উপস্থিত

পাওয়া যায়।

অতপর নথি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত শুনানীর জন্য গ্রহন করা হলো।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি কে হাজির পাওয়া গেল।

নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য শ্রবণ করলাম।

বাদীপক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৯ বিধি ১ ও ২ তৎসহিত পঠিত ১৫১ ধারার

বিধানমতে ১-২ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

বাদীপক্ষের মূল বক্তব্য হলো, নালিশী তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সংক্রান্তে আর এস ৩৬২৪

নং খতিয়ানের আর এস ৪০৩৫ দাগে ৭২ শতক সম্পত্তি মধ্যে বাদীগনের পূর্ববর্তী জব্বর

গং ২৭ শতকে মালিক ছিলেন। মাতা আবেদ খাতুনের মৃত্যুতে জব্বর আলী ১১.৮৭

শতক, বজল রহমান ১০.০৯ শতক ও মোস্তফা খাতুন ৫.০৪ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়।

পরবর্তীতে তাদের নামে বি এস ২২৪৪/১ নং খতিয়ান হয়। জব্বর আলী মরনে আইয়ুব

আলী ও দরফ আলী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বজল রহমান তার প্রাপ্ত ৬.৭৫ শতক ভূমি

আন্দরে ১ শতক ভূমি দরফ আলীর নিকট হস্তান্তর করেন। বজল রহমানের মৃত্যুতে ১/২

নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। জব্বর আলীর পুত্র আইয়ুব আলী মরনে স্ত্রী পুত্র

কন্যা নোয়া মিয়া গং ওয়ারীশ থাকে। দরফ আলীর মৃত্যুতে ১-৫ নং বাদীগণ ওয়ারীশ

থাকে। এভাবে বাদীগণ ওয়ারীশ ও খরিদ সূত্রে ৭.৭৫ শতক বাড়ি ভিটি ভূমিতে স্বত্ববান

ও দখলকার নিয়ত আছেন। ৬ শতক ভূমিতে বাদীগণ বসতগৃহ নির্মাণে বসবাস করছেন

এবং অবশিষ্ট ১.৭৫ শতক ভূমি বর্তমানে খালি রয়েছে। সম্পত্তি ১-২ নং বিবাদীগণ উক্ত

খালি জায়গা বেইজমেন্ট পিলার এর কাজ আরম্ভ করায় বাদীগণ বাধ্য হয়ে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছেন।

অপর দিকে দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক ১-২ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন, আর এস রেকর্ডী বজল রহমান খতিয়ান অংশমতে ৯.৪৫ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তার নামে পি এস ও বি এস খতিয়ান হয়। বজল রহমানের মৃত্যুতে বিবাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকিয়া নালিশী জমিতে পাকা গৃহ বন্ধনে বসবাস করে আসিতেছে। নালিশী তফসিলোক্ত ভূমিতে বাদীগণের কোন স্বত্ব দখল নেই। বিবাদীগণ তাদের কাঁচা গৃহ মেরামত পূর্বক তথায় পাকা গৃহ নির্মাণ করিলে বাদীগণ প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে অত্র মামলা আনয়ন করেন। তফসিলোক্ত নালিশী ভূমিতে বর্তমানে বিবাদীগণ দখলে থাকায় বাদীপক্ষ অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাবার হকদার নন। বিবাদীপক্ষ আরো দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, আপত্তি, দাখিলী কাগজাদি সহ সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদী নালিশী আর এস ৪০৩৫ দাগের সামিল বি এস ৫৮৭৬ দাগের ৭২ শতকের আন্দরে ২৭ শতক তদানন্দে বাদীগণের প্রাপ্ত ৭.৭৫ শতকের মধ্যে ১.৭৫ শতক ভূমি বাবদ নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন। বাদী স্বত্ব ঘোষণা, খাস দখল ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী আর এস ৩৬২৪ নং খতিয়ান হতে দেখা যায় উক্ত খতিয়ানে জব্বর আলী ১১.১৩ শতক, বজল রহমান ৯.৪৫ শতক এবং মোস্তফা খাতুন ৪.৭২ শতক ও আবেদা খাতুন ১.৬ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন। আবেদা খাতুন মরনে পুত্র কন্যা বজল রহমান গং মালিক হয়। সেমতে বজল রহমান ও জব্বর আলী ০.৬৪ শতক এবং মোস্তফা খাতুন ০.৩২ শতক প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় পাই যে, জব্বর আলী ১১.৮৭ শতক, বজল রহমান ১০.০৯ শতক এবং মোস্তফা খাতুন ৫.০৪

শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। জব্বার আলী মরনে দুই পুত্র দরফ আলী ও আউব আলী ওয়ারীশ থাকে। বাদীগণ এর পূর্ববর্তী দরফ আলী তার পিতা জব্বার আলী ১১.৮৭ শতক ভূমি হতে ৫.৯৩ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বি এস ২২৪৪/১ নং খতিয়ান হতে দেখা যায় বজল রহমান এর নামে ৬.৭৫ শতক, মোস্তফা খাতুনের নামে ৬.৭৫ শতক এবং জব্বার আলী ১১.৮৭ মালিক হলেও তার দুই পুত্রের নামে (৬.৭৫ + ৬.৭৫) = ১৩.৫ শতক ভূমি রেকর্ড হয়। প্রতীয়মান হয় যে বি এস খতিয়ানে জব্বার আলীর দুই পুত্রের নামে ১.৬৩ শতক ভূমি অতিরিক্ত রেকর্ড হয় এবং অপরদিকে বজল রহমানের নামে কম অংশ রেকর্ড হয়েছে। আপাত দৃষ্টে বি এস খতিয়ান ভুল রেকর্ড হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হলেও বিবাদীপক্ষ বি এস খতিয়ান ভুল বা সঠিক এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। আবার বাদীপক্ষের দাখিলী ১৭২৯ নং কবলা হতে দেখা যায় বজল রহমান হতে ১ শতক ভূমি দরফ আলী খরিদ করেছেন। প্রতীয়মান হয় যে দরফ আলী বি এস রেকর্ড দৃষ্টে ও খরিদ সূত্রে ৭.৭৫ শতকে স্বত্বান হন।

অত্র মামলার বাদীগণ দরফ আলীর ওয়ারীশ, পক্ষান্তরে ১-২ নং বিবাদী বজল রহমানের ওয়ারীশ হয়। প্রতীয়মান হয় যে নালিশী দাগ ভূমিতে বাদী ও বিবাদীগণ সহ-শরীক হন। বাদীপক্ষের দাবিমতে তাহারা তাদের পূর্ববর্তীর নামীয় রেকর্ডীয় ও খরিদা মোট ৭.৭৫ শতক ভূমি মধ্যে ৬ শতক ভূমিতে দখলে থাকলেও নালিশী ১.৭৫ শতক ভূমিতে বিবাদীগণ দখলে আছেন। এদিকে বিবাদীপক্ষ তাদের স্বত্বীয় ভূমিতে তারা দখলকার হবার দাবি করেছেন। উভয়পক্ষের বক্তব্য হতে স্পষ্ট যে নালিশী ভূমিতে বর্তমানে বেজমেন্ট পিলার এর কাজ চলমান রয়েছে। বিবাদীদের দখলকৃত জায়গায় বাস্তবিক অর্থে বাদীগণের অংশীয় নালিশী ১.৭৫ শতক জায়গা পড়েছে কিনা এ বিষয়টি প্রকৃত সাক্ষ্য প্রমাণ এবং সার্ভে রিপোর্ট এর সহায়তা ছাড়া এ মূহুর্তে সিদ্ধান্ত প্রদান সম্ভব নহে। যদি বিবাদীদের দখলীয় জায়গায় বাদীগণের দাবিকৃত কোন ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এবং বিবাদীগণ যদি নালিশী ভূমিতে কনস্ট্রাকশন কাজ চালিয়ে যায় তাহলে বাদীপক্ষের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এরূপ অবস্থায় সার্ভে রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত যদি

নালিশী ভূমিতে স্থিতবস্থা বজায় রাখার আদেশ প্রদান করা হয় তাহলে কোনপক্ষই তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ২৮/০২/২০২৪ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা মামলার বাদীপক্ষ ও ১-২ নং বিবাদীপক্ষ কে সার্ভে রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত বা আদালত কর্তৃক পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত যে যে অবস্থায় রয়েছে সেই অবস্থায় থাকিয়া নালিশী তফসিল বর্ণিত ভূমিতে স্থিতবস্থা (Status Quo) বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো। সেক্ষেত্রে উভয়পক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে শান্তিভঙ্গ বা নালিশী সম্পত্তির কোন প্রকার আকার প্রকৃতি পরিবর্তন বা হস্তান্তর বা নালিশী ভূমিতে যেকোন কোন ধরনের নির্মাণ কাজ করা হতে বিরত থাকবেন। বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ সমহারে বিজ্ঞ এডভোকেট কমিশনার ফি বহন করিবেন। উক্ত প্রেক্ষিতে উভয়পক্ষ কে এডভোকেট কমিশনার ফি বাবদ (৪০০০/- + ৪০০০/-) = ৮০০০/- টাকা দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

বাদীপক্ষ কে স্বত্বের রিকুইজিট দাখিল করতে বলা হইল।